বিদ্যালয় পরিক্রমা

বিদ্যালয় প্রাঙ্গন

ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ বা জ্ঞানের নব নব আলোকে উদ্ভাসিত আলোকছটায় জাগ্রত গণসচেতনতার প্রভাবে বিংশ শতাব্দীর বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী সময়ে নারী শিক্ষার গরুত্ব অনুভূত হওয়ার প্রেক্ষিতে পুরনো ঢাকায় বাহাদুর শাহ্ পার্ক ও সদরঘাট সংলগ্ন বাংলা বাজারের কেন্দ্রস্থল জনসন রোডে গড়ে ওঠে "বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।" জগন্নাথ বিশ্ব-বিদ্যালয়েরপূর্ব-দক্ষিণ পাশে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়টি প্রাচীনতম বিদ্যালয়গুলোর অন্যতম। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাতে এই বিদ্যালয়টি নারী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের বহু বরেণ্য ও কৃতি ছাত্রী সৃষ্টিতে এই বিদ্যালয়ের রয়েছে সুমহান ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা তেমন কিছু ছিল না। খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে বাংলার তৎকালীন লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর স্যার এশলী ইডেনের নামানুসারে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় ঢাকায় লক্ষীবাজারে স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টির নাম ছিল "ইডেন গার্লস হাই স্কুল'। সে স্কুলে পড়ার সৌভাগ্য ছিল কেবলমাত্র হাতে গোনা অভিজাত শ্রেণি ও সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মচারিদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন মেয়ের। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের সে স্কুলে পড়া ছিল শুধুই স্বপ্নমাত্র।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে এদেশের জনগণ নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হন। সে সময় ঢাকার অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর সমিতির কর্মীবৃন্দ স্থানীয়ভাবে বালিকা বিদ্যালয়ের অভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন লীলানাগ, পরবর্তীতে যাঁর নাম হয়েছিল লীলা রায়- যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাস করার গৌরব অর্জনকারী প্রথম নারী শিক্ষার্থী, স্বদেশী আন্দোলনের সিপাহীদের সহায়তায় স্থানীয়ভাবে কয়েকটি স্কুল তৈরি করেন। এরমধ্যে দীপালী-১ ও দীপালী-২ এবং নারী শিক্ষা মন্দির উলেখযোগ্য। দীপালী ২নং স্কুলটিই বর্তমানের 'বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। লীলা রায় ও তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে সে সময় দূর করেছিলেন শতাব্দিকালের অমানিশার অন্ধকার। এই আলোকচ্ছটায় আজও উদ্ভাসিত হচ্ছে শত সহস্র নারী শিক্ষার্থী।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর থেকে শুরু করে ১৯৫০ সালের মধ্যে দীপালী স্কুলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। সে সময় হিন্দু ছাত্রীরা দেশ ত্যাগ করে ভারতে বিশেষ করে কলিকাতায় চলে যাওয়ায় শিক্ষা দীক্ষায় অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর গুটি কয়েক মুসলমান ছাত্রী নিয়ে জরাজীর্ণ ভবনে চলছিল বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। তহবিলে টাকা নেই, স্কুলে শিক্ষিকা নেই। চারদিকে শুধু হতাশা আর নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যেও তখনকার প্রধান শিক্ষিকা প্রিয়বালা গুহ মুস্তাফীর অপ্রাণ চেষ্টায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম কোনক্রমে চলছিল। অত্যন্ত মিষ্টভাষী, সদালাপী, বুদ্ধিদীপ্ত, পাতলা ছিপছিপে গড়নের এক প্যাচ শাড়ি পরিহিতা, চোখে রিমলেস সোনালি ফ্রেমের চশমায় সকলের প্রিয় 'প্রিয়দি' ছিলেন দারুণ জনপ্রিয় এবং সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী। স্কুলের দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে তিনি ছাত্রী ও অভিভাবকদের নিয়ে একটি সভা ডাকলেন। প্রিয় দি'র আন্তরিক আহবানে সাড়া দিয়ে সমস্যার সমাধান কল্পে এগিয়ে এলেন ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। এরমধ্যে ঢাকার নবাব পরিবারের নবাবজাদী আখতারুন্নেসা ও ছিলেন। তিনি ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত তাঁর বিরাট বাস গৃহটি ছেড়ে দিলেন একটি পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য। উলেখ্য যে, এটি বর্তমানে 'কামরুন্নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় নামে প্রতিষ্ঠিত। নবাবজাদী আখতারুন্নেসার মায়ের নাম অনুসারে দীপালী বিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ করা হয় "কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়"। এ সময়ে ছাত্রী সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলে। মফস্বল থেকে আগত ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যাও দেখা দেয়। তখন বর্তমান বাংলাবাজার বালিকা উচ্চ - বিদ্যালয়ের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি মেয়েদের হোস্টেল। আর এই হোস্টেলেরই নিচ তলায় স্থাপিত হয় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কামরুন্নেসার একটি শাখা বিদ্যালয়। এরপরও উপর্যুপরি ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে হোস্টেলটি অন্যত্র স্থানান্তরিত করে, এটাকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাইস্কুলরূপে গড়ে তোলা হয় এবং নামকরণ করা হয় কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয় হিসেবেই।

১৯৫১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার কামরুন্নেসা -বিদ্যালয়ের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এ সময়ে প্রিয়দি ও চলে যান কোলকাতায়। ঐতিহ্যবাহী বাংলাবাজার এলাকার নামানুসারেই অতঃপর এই - বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় "বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়"। এই বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশেই রয়েছে সদর পোস্ট অফিস। পুরনো ঢাকা ও বুড়িগঙ্গা নদীর অপর পারের অধিকাংশ মেয়ে এই স্কুলে অধ্যয়ন করছে। পুরনো ঢাকাবাসীর কাছে তাই এ স্কুলের গুরুত্ব অপরিসীম।

ভৌত অবকাঠামো : ১.২৮ একর জমির উপর নির্মিত তিনটি তিন তলা বিশিষ্ট ভবন রয়েছে এই বিদ্যালয়। যেটি ইংরেজি 'F' প্যাটার্নে নির্মিত। আরও আছে প্রধান শিক্ষিকার বাসভবন। আছে নৈশ প্রহরীর বাসস্থান, দারোয়ানের বাসস্থান, রান্নাঘর, পূর্বে ব্যায়ামাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো এমন একটি ভবন। বিদ্যালয়ের প্রধান গেটের সঙ্গে তিনতলা ভবনের নিচতলায় রয়েছে প্রধান শিক্ষিকার কক্ষ, সহকারী প্রধান শিক্ষিকার কক্ষ, সহকারী শিক্ষক শিক্ষিকাদের একটি কক্ষ ও অফিস কক্ষ। এর দোতলায় রয়েছে পদার্থ ও রসায়ন গবেষণাগার, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের ব্যবহারিক কক্ষ। তিন তলায় রয়েছে বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি কক্ষ, জীববিজ্ঞান গবেষণাগার, কম্পিউটার ও উচ্চতর গণিত ব্যবহারিক কক্ষ।

এই ভবনের সামনে রয়েছে বিস্তৃত খেলার মাঠ, ক্রীড়ামোদি শিক্ষার্থীদের মনে প্রতিযোগিতা ও সৌভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে বিশ্বজয়ের মন নিয়ে সগৌরবে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই খেলার মাঠের পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে দু'টি তিনতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন। পূর্ব পার্শ্বে ভবনের নিচ তলায় রয়েছে বিশাল অডিটোরিয়াম ভবন এবং পশ্চিম পার্শ্বের নতুন ভবনের নিচ তলায় রয়েছে ছাত্রীদের নামাজের কক্ষ।

এক নজরে ভৌত ও প্রশাসনিক কাঠামো :

ভৌত কাঠামো :

* জমির পরিমাণ	১.২৮ একর
* শ্রেণি কক্ষ	৩২টি
* প্রধান শিক্ষিকার কক্ষ	০১টি
* সহকারী প্রধান শিক্ষিকার কক্ষ	০১টি
* সহঃ শিক্ষক/শিক্ষিকার কক্ষ	০১টি
* অফিস কক্ষ	০১টি
* পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ	০১টি
* পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগার	০১টি

বিদ্যালয়ের টিফিন কক্ষ

* রসায়ন গবেষণাগার ০১টি
* গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ব্যবহারিক কক্ষ ০১টি
* শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কক্ষ ০১টি
* জীব বিজ্ঞান গবেষণাগার ০১টি
* কম্পিউটার ল্যাব ০১টি
* ILC ল্যাব ০১টি
* মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম ০৬টি
* লাইব্রেরি কক্ষ ০১টি
* উচ্চতর গণিতের ব্যবহারিক কক্ষ ০১টি
* অডিটোরিয়াম কক্ষ ০১টি
* নামাযের কক্ষ ০১টি
* প্রধান শিক্ষাকার বাসস্থান ০১টি
* দারোয়ানের বাসস্থান ০১টি
* নিরাপত্তারক্ষীর বাসস্থান ০১টি
* টিফিনের জন্য রান্নাঘর ০১টি
* ১৯৫২ সালের ভাষা শহীদদের- স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত শহীদ মিনার ০১টি

বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার

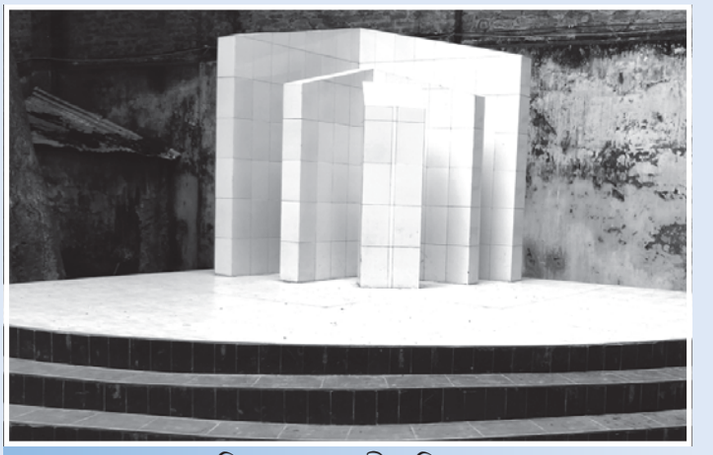

প্রশাসনিক কাঠামো:

প্রধান শিক্ষিকা	: ০১ জন
সহঃ প্রধান শিক্ষিকা	: ০২ জন
সহঃ শিক্ষিকা/শিক্ষক	: ৪১ জন
উচ্চমান সহকারী	: ০২ জন
অফিস সহায়ক	: ৭ জন (সরকারি ৩ জন, বেসরকারি ৪ জন)
নিরাপত্তা প্রহরী	: ২ জন।
সুইপার	: ৪ জন (সরকারি ১ জন, বেসরকারি ৩ জন)
নৈশ প্রহরী	: ১ জন (সরকারি)
লাইব্রেরী সহকারী	: ১ জন (বেসরকারি)
ছাত্রী সংখ্যা	: ২১৬৪ জন
প্রভাতি শাখা	: ১১৫৯ জন
দিবা শাখা	: ১০০৫ জন

বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক

কার্যনির্বাহী কমিটি :

প্রশাসনিক কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও ফলপ্রসূ করতে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার বিকল্প নেই। এই প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাই এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রধান শিক্ষিকাকে সভাপতি, সহকারী প্রধান শিক্ষিকাকে সহ-সভাপতি ও একজন সহকারী শিক্ষককে সদস্য সচিব করে ৪/৬ সদস্য বিশিষ্ট বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয় ।

কমিটিগুলো হচ্ছে :

ক) একাডেমিক ও শৃংখলা কমিটি

খ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কমিটি

গ) পরীক্ষা কমিটি

ঘ) টিফিন কমিটি

ঙ) ক্রীড়া কমিটি

চ) সাংস্কৃতিক কমিটি

ছ) ম্যাগাজিন কমিটি

জ) মিলাদ কমিটি

ঝ) পূজা উদযাপন কমিটি

ঞ) কম্পিউটার কমিটি

ট) গবেষণাগার কমিটি

ঠ) গার্ল গাইডস কমিটি

ড) নবীনবরণ / বিদায় সংবর্ধনা কমিটি

প্রশাসনিক ভবন

পাঠদান কার্যক্রম :

প্রভাতি শাখা : এ শাখায় ১ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয়। ১ম ও ২য় শ্রেণিতে একটি মাত্র শাখা চালু আছে। ৩য় শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত দুটি করে শাখা চালু রাখা হয়েছে। প্রভাতি শাখার কার্যক্রম সকাল ৭:০০ থেকে ১২:০০ পর্যন্ত ।

দিবা শাখা : এ শাখায়ও ১ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয় । এ শাখায় ১ম শ্রেণি থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত একটি করে শাখা চালু আছে। ৪র্থ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত দু'টি করে শাখা চালু রাখা হয়েছে। দিবা শাখার কার্যক্রম ১২:১৫টা থেকে ৫:৩০টা পর্যন্ত।

প্রাত্যহিক সমাবেশ : শৃংখলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা ও আনুগত্যবোধে-আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার শর্ত। এই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বিদ্যালয়ে প্রতি কার্য দিবসের শুরুতে ছাত্রী-শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও গীতা পাঠের পর ভালো কাজ করবার, দেশ গড়ার, সেবা করার ও সর্বোপরি এ-বিদ্যালয়ের সকল নিয়ম-কানুন মেনে চলার দীপ্ত শপথে ব্রতী হয়ে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে ছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের শরীরচর্চা শিক্ষক কর্তৃক প্রাত্যহিক সমাবেশ সম্পাদিত হয়। অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকামণ্ডলি এই সমাবেশে যোগদান করে থাকেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মাঝে মাঝে এই সমাবেশে ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করে থাকেন।

ইউনিফর্ম : এ বিদ্যালয়ের নির্ধারিত ইউনিফর্ম হলো - মেরুন রঙের জামা, সাদা সালোয়ার, ওড়না ও সাদা স্কার্ফ। শীতকালে অতিরিক্ত একটি নেভি ব্লু সোয়েটার পরতে হয় । চুল বাঁধার ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি নিয়ম রয়েছে। মূলতঃ চুল বাঁধার ফিতার মাধ্যমে প্রভাতি ও দিবা শাখার ছাত্রীদের চিহ্নিত করা হয়। প্রভাতি শাখার ছাত্রীদের চুল বাঁধতে হয় সাদা রঙের ফিতার সাহায্যে দুটো বেণী এবং দিবা শাখায় কালো ফিতার সাহায্যে দুটো বেণী।

পাঠ্যসূচি প্রণয়ন : বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হবার পরপরই NCTB কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষাক্রমের ওপর নির্ভর করে নতুন বছরের পাঠ্যসূচি প্রণয়নের কাজ শুরু হয় । শিক্ষক/শিক্ষিকাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রণীত এই পাঠক্রমে অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা সমূহের পাঠ্য বিষয় প্রশ্নের ধারা এবং মানবন্টন লিপিবদ্ধ থাকে। উল্লেখ্য যে, এই পাঠ্যসূচিতে ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ধারাবাহিক মূল্যয়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বণ্টন, পরীক্ষার সময়সূচি, প্রতিটি শ্রেণির বেতনের হার এবং সরকার অনুমোদিত ছুটির তালিকা ছাপানো থাকে। বছরের শুরুতেই ছাত্রীদের পাঠ্যসূচি, প্রাত্যহিক ক্লাস রুটিন এবং দৈনিক পাঠের বিবরণী (ডায়েরি) প্রদান করা হয় । প্রথম কার্যদিবস থেকেই বিদ্যালয়ে শ্রেণির কাজ পুর্ণোদ্যমে চলতে থাকে।

শিক্ষক ডায়েরি : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষকদের জন্য নভেম্বর ২০১২ থেকে একটি ডায়েরির ব্যবস্থা করেছেন- যা এ - বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ আন্তরিকভাবে পালন করে থাকেন। স্বল্প কৃতিত্বধারী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সহায়তা কার্যক্রম ও পরিবীক্ষণসহ নিয়মানুযায়ী প্রধান শিক্ষিকার সভাপতিত্বে বিষয়ভিত্তিক সভার আয়োজন করা হয়।

সম্মানিত শিক্ষক/শিক্ষিকা মণ্ডলি প্রতি সপ্তাহে দুটো করে বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত পাঠ পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করেন- যা প্রতি মাসে প্রধান শিক্ষিকা পর্যবেক্ষণ করে স্বাক্ষর করেন। এছাড়াও বিষয় শিক্ষক ও শ্রেণি শিক্ষকগণ শ্রেণি ভিত্তিক পিছিয়ে পড়া ছাত্রী যারা শতকরা ৩০ ভাগের কম নম্বর পায় তাদের তালিকা প্রস্তুত করে পাঠে মনোযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা-এই ডায়েরির নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এই ডায়েরি প্রতি বৎসর এক/দুই বার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তিত্ব যাচাই করে স্বাক্ষর করে থাকেন।

ছাত্রীদের দৈনন্দিন ডায়েরি সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ : প্রতি বছর প্রত্যেক ছাত্রীকে দৈনন্দিন পাঠের বিবরণী নামক একটি ডায়েরি প্রদান করা হয় । এই ডায়েরিতে অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা, ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার তারিখ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত বাৎসরিক ছুটির তালিকায় ছুটির দিনগুলোর সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ থাকে। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী হিসেবে একজন ছাত্রীকে কী কী নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে তার আচরণবিধি ও বিশেষ নির্দেশাবলি এতে লিপিবদ্ধ থাকে। ডায়েরিতে ছাত্রীরা প্রতিদিনের প্রতিটি বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠ, পাঠদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং আগামী দিনের পাঠ নির্দিষ্ট কলামে লিপিবদ্ধ করে রাখে। নিজস্ব ডায়েরিতে প্রতিদিন অভিভাবকদের স্বাক্ষর গ্রহণ ছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে পারেন এবং শিক্ষার্থীরাও উল্লেখিত ডায়েরি থেকে সারা বছরের যাবতীয় কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

পরীক্ষা পদ্ধতি : পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পূর্ব নির্ধারিত তিনটি পরীক্ষার স্থলে বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্ধারিত দুইটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা দুটোর নাম অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক। প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত দুটো পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ১০ম, ৮ম ও ৫ম শ্রেণির জন্য অর্ধ-বার্ষিক/প্রাক নির্বাচনি পরীক্ষা ও নির্বাচনি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় বোর্ডের নিয়মানুসারে। প্রতি অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার পূর্বে প্রতিটি বিষয়ে ১০ নম্বরের শ্রেণি পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি আনুষ্ঠানিক পরীক্ষার পূর্বে দুইটি করে শ্রেণি পরীক্ষা নেওয়া হয়।

৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ২০ নম্বর নির্ধারিত থাকে। এই ২০ নম্বরের মধ্যে শ্রেণির কাজ-৫, বাড়ির কাজ-৫ ও শ্রেণি পরীক্ষার জন্য ১০ নম্বর।

ফলাফল প্রস্তুত করা : ২০১২ ইং সাল থেকে এ বিদ্যালয়ে কম্পিউটারে সফটওয়্যারের মাধ্যমে ফলাফল প্রস্তুতকরণের কাজ শুরু হয়।

ফলাফল পদ্ধতি : ১ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত বোর্ডের নিয়ম অনুসারে গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল তৈরি ও ঘোষণা করা হয়। সকল বিষয়ের প্রাপ্ত GP-এর ভিত্তিতে গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ (GPA) নির্ণয় করা হয়। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির পাশ নম্বর বোর্ডের নিয়মানুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পাশ নম্বর বর্তমানে ৪০ করা হয়েছে।

বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল : ঐতিহ্যবাহী বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উত্তরোত্তর উন্নত হচ্ছে। নানা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে বর্তমানে এ সমস্ত পরীক্ষায় আমাদের উদ্যমি শিক্ষার্থীরা একনিষ্ঠ পরিশ্রমে শিক্ষক/শিক্ষিকা মণ্ডলির সহায়তায় শতভাগ উত্তীর্ণ হয়ে আসছে।

একাডেমিক মূল ভবন

নিম্নে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল তুলে ধরা হলো :

সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল

সন	মোট পরীক্ষার্থী	কৃতকার্য পরীক্ষার্থী	পাশের হার	জিপিএ-৫ প্রাপ্ত
২০১৩	২৯৩	২৯৩	১০০%	১৮২
২০১৪	২৬৬	২৬৬	১০০%	১৯২
২০১৫	২৫৫	২৫৫	১০০%	১০৩
২০১৬	২১২	২১২	১০০%	৯৩
২০১৭	২৪৬	২৪৬	১০০%	২০৫
২০১৮	২২৯	২২৯	১০০%	১৫৪

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল

সন	ট্যালেন্টপুল	সাধারণ বৃত্তি	মোট
২০১৩	০৫	০১	০৬
২০১৪	০৫	০২	০৭
২০১৫	০৮	০৪	১২
২০১৬	০৯	০৩	১২
২০১৭	১১	০৫	১৬
২০১৮	১৮	০৫	২৩

জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল

সন	মোট পরীক্ষার্থী	কৃতকার্য পরীক্ষার্থী	পাশের হার	জিপিএ-৫ প্রাপ্ত
২০১৩	২৯৩	২৯৩	১০০%	১৩১
২০১৪	২৭৭	২৭৪	৯৮.৯২%	৮৯
২০১৫	২৬৪	২৬২	৯৯.২৪%	৮৭
২০১৬	২৭৩	২৭৩	১০০%	১৩১
২০১৭	২৭৫	২৭৪	৯৯.৬৪%	১১৮
২০১৮	২৪৬	২৪৫	৯৯.৫৯%	২৮

জেএসসি পরীক্ষার বৃত্তি প্রাপ্তদের সংখ্যা

সন	ট্যালেন্টপুল	সাধারণ বৃত্তি	মোট
২০১২	------	০৪	০৪
২০১৩	০৯	০৩	১২
২০১৪	০১	০৩	০৪
২০১৫	০০	০৬	০৬
২০১৬	০০	০১	০১
২০১৭	০১	০১	০২
২০১৮	০৬	০৭	১৩

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল

সন	গ্রুপ	মোট পরীক্ষার্থী	মোট কৃতকার্য	মোট অকৃতকার্য	জিপিএ ০৫	পাশের হার বিভাগ বিত্তিক	পাশের হার বিভাগ সম্মিলিত
২০১১	বিজ্ঞান	৭৩	৬৩	১০	২০	৮৬.৩০%	৯১.৮৪%
	বাণিজ্য	১১০	১০৪	০২	১৪	৯৪.৫৪%	
	মানবিক	১৪	১৪	০১		৯২.৮৬%	
					মোট = ৩৪		
২০১২	বিজ্ঞান	৮২	৮১	০১	১৮	৯৯%	৯৯.০৮%
	বাণিজ্য	১০৫	১০৩	০২	০৪	৯৯%	
	মানবিক	৩২	৩১	০১	মোট = ২২	৯৬.৮৮%	
২০১৩	বিজ্ঞান	৮৪	৮৪	০১	৪৬	৯৯%	৯৯%
	বাণিজ্য	১১৯	১১৯	০০		১০০%	
	মানবিক	২০	২০	০১		৯৯%	
					মোট = ৪৬		
২০১৪	বিজ্ঞান	৮৮	৮৭	০১	৪০	৯৮.৯৬%	৯৮.৪১%
	বাণিজ্য	১৪৬	১৪৫	০১		৯৯.৩২%	
	মানবিক	১৯	১৭	০২		৮৯.৪৭%	
					৩২মোট = ৭২		
২০১৫	বিজ্ঞান	১২৯	১২৮	০১	৫০	৯৯.২২%	৯৭.৫০%
	বাণিজ্য	১২৮	১২৪	০১	১৮	৯৬.৮৭%	
	মানবিক	২৩	২১	০২	০২	৯১.৩০%	
					মোট = ৭০		
২০১৬	বিজ্ঞান	১৪১	১৩৭	০৪	৩৫	৯৭.১৬%	৯৩.৮৬%
	বাণিজ্য	১২৮	১০৮	১০	০৫	৮৪.৩৭%	
	মানবিক	১৫	১২	০৩	০০	৮০.০০%	
					মোট = ৪০		
২০১৭	বিজ্ঞান	১১৯	১১৯	০০	৮৭	১০০%	৯৭.৪৬%
	বাণিজ্য	১৩০	১২৮	০২	১৪	৯৮.৪৬%	
	মানবিক	২৭	২২	০৫	০২	৮১.৪৮%	
					মোট = ১০৩		
২০১৮	বিজ্ঞান	১২৯	১২৯	০০	৬০	১০০%	৯৭.৭৫%
	বাণিজ্য	১১৬	১১৩	০৩	০৫	৯৭.৪১%	
	মানবিক	২৩	১৯	০৪	০০	৮২.৬১%	
					মোট = ৬৫		
২০১৯	বিজ্ঞান	১৪৪	১৪৪	০০	৭১	১০০%	৯৯.৬১%
	বাণিজ্য	১০৬	১০৫	০১	০৫	৯৯.০৫%	
	মানবিক	১০	১০	১০	০১	১০০%	
					মোট = ৭৭		

উড়ন

বিদ্যালয় বার্ষিকী-২০১৯

Web : www.bbgghs.edu.bd
E-mail : bbgov.ghs.@gmail.com
ফোন ঃ ৪৭১১৩৫৭৫

সূচিপত্র

বিদ্যালয় পরিক্রমা	১০২
ছড়া ও কবিতা	১১৪
ধাঁধা	১৩১
কৌতুক	১৩৪
জানা-অজানা	১৪৩
গল্প	১৫২
প্রবন্ধ	১৭৩
ভ্রমণ কাহিনী	১৭৭
ইংরেজী	১৮৩
শিক্ষকের লেখা	১৮৬